সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
20-Oct-2016
ইয়াজিদের মন্দ স্বভাব
(Bangla)

# ইয়াজিদের মন্দ স্বভাব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তার ভয়াবহতা এবং হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্য হতে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

**(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস নং-৮২১০)**

**পড়তা রাহো কসরত সে দুরূদ উন পে সদা ম্যায়,**
**আউর যিকির কা ভি শওক পায়ে গাউস ও রযা দেয়।**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

**(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)**

www.dawateislami.net

## দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله!, تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## হুযুরের ভালবাসা পাওয়ার পদ্ধতী!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন, **তাঁর** সাথে হাসনাঈনে করীমাঈনরাও رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ডান কাঁধে অপরজন বাম কাঁধে বসা ছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুজনকেই পালাক্রমে চুমু দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি তাঁদের ভালবাসেন? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! যে ব্যক্তি তাঁদের ভালবাসলো, মূলত সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষন করলো, মূলত সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো।

**(মুস্তাদরিক, কিতাবুল মা'রিফাতিস সাহাবীয়াতি, ৪/১৫৬, হাদীস নং-৪৮৩০)**

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরাকে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রাসূলের ভালবাসার এই গুণাবলী রিসালাতের দরবার থেকে দান করা হয়েছে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সারা জীবন এটি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন, যখন মারওয়ান বিন হাকম হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে তাঁর ওফাতের সময় উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: "যখন থেকে আপনার সঙ্গ গ্রহন করেছি, আমি আপনার মধ্যে হযরত হাসনাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর ভালবাসা খুবই বেশি পরিমানে পেয়েছি।" এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অস্থির হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন: একবার আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কোথাও যাওয়ার জন্য বের হলাম, কিছুদূর যাওয়ার পর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাসনাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর কান্নার আওয়াজ শুনলেন এবং তাঁরা দু'জন তখন তাঁদের আম্মাজনের নিকট ছিলো, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাড়াতাড়ি পথ চলে তাঁদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমি **তাঁকে** সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: আমার সন্তানদের কি হলো? আরয করা হলো: পিপাসা (অর্থাৎ পিপাসার কারণে দু'জনেই কান্না করছে।) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পানি নেয়ার জন্য মশকের দিকে গেলেন, কিন্তু সেখানে পানি ছিলো না কেননা তখন পানির খুবই হাহাকার ছিলো যে, লোকেরাও সর্বদা পানির খোঁজে থাকতো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লোকদের ডেকে বললেন: তোমাদের কারো কাছে কি পানি আছে? সকলেই বাহনের বসার জন্য উটের পিঠে বানানো আসনের সাথে ঝুলে থাকা মশক দেখলো কিন্তু তাঁরা এক ফোঁটাও পানি পেলো না, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে ইরশাদ করলেন: এক বাচ্চা আমাকে দাও। খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এক বাচ্চাকে পর্দার নিচে দিয়ে দিলেন, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিয়ে বুকের সাথে লাগালেন কিন্তু সে প্রচণ্ড পিপাসায় কাঁদতেই রইলো, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর মুখে নিজের জিহ্বা মুবারক লাগিয়ে দিলে সে তা চুষতে লাগলো, এমনকি পিপাসা দুর হয়ে গেলো, (হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন) আমি দ্বিতীয়বার তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনিনি, আর অপরজন (শাহাজাদা) এভাবেই কাঁদতে রইলো,

www.dawateislami.net

**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাঁকেও আমার নিকট দাও" খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমাতুয رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهَا তাঁকেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দিলেন, **হুযুর নবীয়ে করীম, রঊফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথেও অনুরূপ আচরণ করলেন, (অর্থাৎ তাঁর মুখেও নিজের মুবারক জিহ্বা লাগিয়ে দিলে তাঁরও পিপাসা নিবারণ হয়ে চুপ হয়ে গেলো) এরপর দুই শাহাজাদা এমনভাবে চুপ হয়ে গেলো যে, দ্বিতীয়বার তাঁদের কান্নার আওয়াজ আর শুনিনি। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ আরো বলেন: আমি তাঁদের কেন ভালবাসবো না, যেখানে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁদের সাথে এরূপ আচরণ করতে দেখেছি।

**(মু'জামুল কবীর, ৩/৫০, হাদীস নং-২৬৫৬)**

**উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,**
**কি জিয়ে রযা কো হাশর মে খানদাঁ মিসালে গুল। (হাদায়িকে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)**

**পংক্তি দুটোর ব্যাখ্যা:** হে আমার **প্রিয় আক্বা!** আপনার যেই দুই শাহাজাদাকে আপনি (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনার ফুল বলে ইরশাদ করেছেন অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا এর সদকায় রযাকে (অর্থাৎ লিখক) হাশরের ময়দানে সকল প্রকার বিপদাপদ ও পেরেশানী থেকে বাচিঁয়ে ফুটন্ত ফুলের ন্যায় বানিয়ে দিন। **(শরহে হাদায়িকে বখশীশ, ২১৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই মূলনীতিটি ভালভাবে মনে গেঁথে নিন যে, যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং সম্মানিত আহলে বাইতদের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির উপায়, তেমনিভাবেই তাঁদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করাতে ধ্বংসই ধ্বংস।

## সাহাবীদের সাথে শত্রুতার পরিণতি

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর সামনে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শানে বেআদবী ও অভদ্রতা মূলক বাক্য বলতে লাগলো।

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: তুমি তোমার এই মন্দ আচরণ বন্ধ করো, নয়তো তোমার জন্য বদ দোয়া করবো। সেই নির্ভীক বেআদব লোকটি বলে দিলো যে, আপনার বদ দোয়ার কোন পরওয়া করি না। আপনার বদ দোয়া আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ কথা শুনে তিনি জালালি অবস্থায় গিয়ে সেই মুহূর্তেই এই দোয়া করলেন যে, **ইয়া আল্লাহ্!** যদি এই ব্যক্তি **তোমার প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবীদের অপমান করে থাকে তবে আজই তাকে তোমার কহর ও গযবের নিদর্শন দেখাও, যেন অন্যরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। এই দোয়ার পর যখনই সে মসজিদ থেকে বের হলো, তখন হঠাৎ এক পাগলা উট দৌড়ে আসলো এবং তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছাড় মারলো আর তার উপর বসে এমনভাবে জোড়ে জোড়ে চাপতে লাগলো যে, তার পাঁজরের হাঁড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো এবং সে তখনই মরে গেলো। এই দৃশ্য দেখে লোকেরা দৌড়ে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে মুবারকবাদ দিতে লাগলেন যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শত্রু ধ্বংস হয়ে গেলো। (দালাইলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ৬/১৯০)

আমি হে ইয়ে কোরআন ও দ্বীনে খোদা কি মদারে হুদা এ'তেবারে সাহাবা।
রিসালাত কে মনজিল মে হার হার কদম পর নবী কো রহা ইন্তিযারে সাহাবা।
ইনহে মে হে সিদ্দিক ও ফারুক ও ওসমাঁ ইনহে মে আলী শাহসাওয়ারে সাহাবা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শানে সামান্যতম বেআদবী করার পরিনাম কত ভয়ানক এবং শিক্ষামূলক হয়, আসলেই এটাই সত্যি যে, **আল্লাহ্** ওয়ালাদের শানে বেআদবী করা বা তাঁদের কোন রূপ কষ্ট দেয়া, **আল্লাহ্ তাআলার** আযাবকে দাওয়াত দেয়ার মতো কাজ। সেই সব বুযুর্গদের শানে অভদ্রতা ও বেআদবীকারী দুনিয়ায় তো অপদস্ত হবেই, আখিরাতেও অপমান তার নিয়তি হবে। কপট ইয়াজিদও সেই বদ নসীব ব্যক্তি, যে না শুধু সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان অবজ্ঞা করেছে বরং তার কপালে আহলে বাইতে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان অন্যায়ভাবে হত্যা করার কালো দাগও রয়েছে এবং সর্ব যুগে দুনিয়ায়ে ইসলাম যার নিন্দা করতে থাকবে,

www.dawateislami.net

আর কিয়ামত পর্যন্ত তার নাম ঘৃণা ভরে নেয়া হবে। এই মন্দ স্বভাব ও কালো হৃদয়ের মানুষটির ২৫ হিজরীতে দামেশ্‌কে জন্ম হয়। সে খুবই মোটা, বিকৃত, মন্দ স্বভাব, বদ মেজাজ, ফাসিক, ফাজির, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, বেআদব, অভদ্র ছিলো। তার অন্যায় ও অশ্লীল কর্মকান্ড এমন ছিলো যে, যার কারণে বদমাশদেরও লজ্জা পেতো। (সাওয়ানেহে কারবালা হতে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ১১১)

## কপট ইয়াজিদের জঘন্য কর্মকান্ড

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাইমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শাহাজাদায়ে কাওনাইন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মুবারক উপস্থিতি ইয়াজিদের স্বাধীনতার জন্য এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে জানতো যে, তাঁর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) মুবারক যুগে ইয়াজিদের প্রকাশ্যে খেলার সুযোগ হবে না এবং তার কোনই উল্টো আচরণ ও গোমরাহী কর্মকান্ড হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সহ্য করবেন না, সে দেখতো যে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মতো দ্বীনদারের চাবুক সর্বদা তার মাথার উপর ঘুরছে, এই কারণেই সে আরো বেশি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর প্রানের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো এবং এই কারণেই হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শাহাদত তার জন্য সুখকর ছিলো। হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ শহীদ হতেই, ইয়াজিদ একেবারে স্বাধীন হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন ধরণের গুনাহের ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেলো। হারাম কাজ (ধর্ষন), ভাই বোনের বিয়ে, সূদ, মদ্যপান প্রকাশ্য ভাবে প্রতিষ্টিত হয়ে গেলো, নিয়মিত নামায আদায় বন্ধ হয়ে গেলো, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা অধিক হারে বেড়ে গেলো, ব্যভিচার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে, মুসলিম বিন ওকবাকে বার হাজার (১২০০০) বা বিশ হাজার (২০০০০) সৈন্য নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা ঘেরাও করতে পাঠালো। এই হতভাগা সৈন্যরা মদীনা মুনাওয়ারায় (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا) এমন ধ্বংসজজ্ঞ চালালো যে, **আল্লাহ্‌**র পানাহ! হত্যা-লুন্ঠন এবং বিভিন্ন অত্যাচার, **রাসুলুল্লাহ্‌** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীদের সাথে করেছে। সেখানকার অধীবাসিদের ঘর লুঠ করেছে, সাতশো (৭০০) সাহাবাকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শহীদ করেছে এবং অন্যান্য সাধারণ অধিবাসী মিলিয়ে দশ হাজারেরও (১০০০০) বেশি শহীদ করেছে,

www.dawateislami.net

যুবকদের বন্দি করে নিয়েছে, এমন এমন অসাদাচারণ করেছে যে, যা বর্ণনা করা অসম্ভব। মসজিদে নববী শরীফ (عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর পিলারের সাথে ঘোড়া বেধেঁছিলো, তিনদিন পর্যন্ত মানুষ মসজিদে নববী শরীফে নামায আদায় করতে পারেনি। শুধুমাত্র হযরত সায়্যিদুনা সাইদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পাগল সেজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: ইয়াজিদ বাহিনীর মন্দ আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, আমার মনে হচ্ছিলো যেন এই ব্যভিচারের জন্য আসমান থেকে পাথর না বর্ষন হয়। (আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, আল হাদী আশর, পৃষ্ঠা ২২১) অতঃপর এই কুচক্রী বাহিনী মক্কায়ে মুকাররমায় (زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا) পৌঁছায়, সেই বেদ্বীনরা মিনজানিক (মিনজানিক হলো পাথর নিক্ষেপের একটি অস্ত্র, যা দ্বারা পাথর ছুড়ে মারা হয়, এর শক্তি খুবই বেশি এবং অনেক দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যায়) দ্বারা পাথরের বর্ষন করা হয়। এই পাথর বর্ষনের কারণে হেরেম শরীফের উঠোন মুবারক পাথরে ভরে যায় এবং মসজিদে হারামের পিলার ভেঙ্গে পড়ে আর সম্মানিত কাবার গিলাফ শরীফ এবং ছাদ এই বেদ্বীনরা জ্বালিয়ে দেয়। এই ছাদে সেই দুম্বার শিংও তাবারুক স্বরূপ সংরক্ষিত ছিলো, যা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ফিদিয়া স্বরূপ কোরবানী করা হয়েছিলো, সেই শিংও জ্বলে গিয়েছিলো, সম্মানিত কাবা অনেকদিন পর্যন্ত গিলাফ বিহীন অবস্থায় ছিলো এবং সেখানকার অধিবাসীরা (ইয়াজিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে আসা) কঠিন বিপদে লিপ্ত ছিলো। (সাওয়ানেহে কারবালা সংক্ষেপিত, ১৭৭-১৭৯ পৃষ্ঠা)

## কপট ইয়াজিদের কর্মকান্ডের বয়কট:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শুনলেন তো আপনারা যে, কপট ইয়াজিদ তার শাসনামলে মন্দ আচরণের প্রমান স্বরূপ অনেক অশ্লীলতাকে প্রসার করেছিলো, যেমন; মাহারিমের (সেই আত্মীয় যাদের সাথে বিয়ে হারাম) সাথে বিয়ে এবং সূদ ইত্যাদিকে এই বেদ্বীন প্রকাশ্যে অনুমোদন দিয়েছিলো, মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কায়ে মুকার্‌রমার অসম্মান করিয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম ও সম্মানিত আহলে বাইতদের অত্যাচার নিপীড়ন করার পর শহীদ করিয়েছে, গান বাজনা শুনা, মদ্যপান করা, নামায না পড়া ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

মোটকথা এই হতভাগা ঐ সকল কাজ করতো, যা পবিত্র শরীয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে মানুষ সম্মান এবং প্রসিদ্ধি, ধন-সম্পদ এবং শাসনভার পাওয়াতে নির্ভীক ও অবাধ্য হয়ে যায় অতঃপর ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে এবং দুনিয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায়, নিজের সিংহাসন ও মুকুট অক্ষত রাখার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** অবাধ্যতা এবং **তাঁর** প্রিয় ভাজনদের সাথে বেআদবী করাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কপট ইয়াজিদও ক্ষমতার লোভে মত্ত হয়ে এমন অবাধ্য হলো যে, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ) সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শানে অভদ্রতা প্রদর্শন করলো, তাঁদের অত্যাচার করলো, তাঁদের মনে কষ্ট দিলো, অথচ সাহাবায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তো সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের শান ও মহত্ব সম্পর্কে স্বয়ং **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَكْرِمُوا اَصْحَابِي فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ অর্থাৎ আমার সাহাবীদের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে নেককার লোক। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/৪১৩, হাদীস নং-৬০১২) **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন: " خَيْرُ اُمَّتِي اَلْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) অতঃপর তাঁদের পরবর্তী লোকেরা (অর্থাৎ তাবেঈনগণ) অতঃপর তাঁদের পরবর্তী লোকেরা (অর্থাৎ তাবে তাবেঈনগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن)" (মুসলিম, হাদীস নং-১৩৭২)

**নুমুয়া হে ইসলাম কে গুলিস্তান মে হার এক গুল পে রঙে বাহারে সাহাবা**
**ইয়ে মেহরেঁ হে ফরমানে খাতামুর রুসুল কি হে দ্বীনে খোদা শাহকারে সাহাবা**
**ইনহি মে হে বদর ও উহুদ কে মুজাহিদ লকব জিন কা হে জাঁ নিসারে সাহাবা**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## ইয়াজিদের মন্দ স্বভাব ও তার কারণ:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কপট ইয়াজিদ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মুবারক যুগ পেয়েও তাঁদের সঙ্গ গ্রহন করতে পারেনি এবং না তাঁদের সম্মান করে নিজের আখিরাতের মুক্তির উপায় বানাতে পেরেছে,

www.dawateislami.net

বরং সে **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র পরিবার পরিজনদের উপর অত্যাচরের ষ্টিম রোলার চালিয়েছে এবং তাঁদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। কপট ইয়াজিদ এসব মুকুট ও ক্ষমতা এবং দুনিয়াবী ধন-সম্পদের লোভে করেছে, কেননা এই মন্দ পরিনতির জালিম ইমামে আলী মকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র স্বত্তাকে নিজের কতৃত্বের জন্য বিপদ মনে করতো, অথচ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার সাথে কিইবা সম্পর্ক! তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তো কালও উম্মতে মুসলিমার অন্তরের সম্রাট ছিলেন, আজও আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। কিন্তু সেই হতভাগা ইয়াজিদ ধন-সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে নিজের আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াও ধ্বংস করে দিলো। আসলেই দুনিয়ার ভালবাসাই সকল ফিতনা ও ফ্যাসাদের কারণ, এই সকল ধ্বংসযজ্ঞ দুনিয়ার ভালবাসার জন্যই হয়েছিলো, দুনিয়ার ভালবাসা মানুষকে জালিম বানিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা মনুষত্বকে অনুভুতিহীন এবং নির্ভীক বানিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা মানুষের অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা আমলকে নষ্ট করে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা দ্বীনের ক্ষতি সাধনের কারণ, দুনিয়ার ভালবাসা গোমরাহীর কারণ, দুনিয়ার ভালবাসা মানুষকে নেককাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসাই গুনাহের অতল গভীরে নিক্ষেপ করে দেয়। আসুন দুনিয়ার নিন্দামূলক তিনটি **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

(১) "দুনিয়ার ভালবাসা সকল গুনাহের মূল।"

**(কিতাবিয যম্মেদ দুনিয়া মাআ মওসাআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/২২, হাদীস নং-৯)**

(২) ছয়টি (৬) জিনিষ আমলকে নষ্ট করে দেয়: (১) সৃষ্টির দোষসমূহের পিছনে লেগে থাকা, (২) অন্তরের কঠোরতা, (৩) দুনিয়ার ভালবাসা, (৪) লজ্জা কমে যাওয়া, (৫) উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং (৬) সীমাতিরিক্ত অত্যাচার করা।

**(কানযুল উম্মাল, ৮/৩৬, অংশ-১৬, হাদীস নং-৪৪০১৬)**

(৩) দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হলে এতটুকু ক্ষতি হবে না যতটুকু ধন-সম্পদের লোভ এবং দুনিয়ার ভালবাসা মানুষের দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। **(জামে তিরমিযী, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৭৬)**

www.dawateislami.net

পীছা মেরা দুনিয়া কি মুহাব্বাত সে ছুড়া দেয়,
ইয়া রব! মুঝে দিওয়ানা মদীনে কা বানা দে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন, দুনিয়া কিরূপ নিকৃষ্ট একটি বস্তু, সুতরাং একে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা নির্বুদ্ধিতা, কেননা **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট দুনিয়ার গুরুত্ব তো আসলে মাছির ডানার সমতুল্যও নয়, বরং এই দুনিয়া তো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র, যদি আমরা এতে উত্তম আমল রূপে বীজ বপন করি তবে আখিরাতে প্রতিদান ও সাওয়াব রূপে ফসল কাটতে পারবো। সুতরাং নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানো, ধন ভান্ডার জমা করা, উন্নত দামী গাড়ীতে ঘুরা, অন্যের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া এবং আত্মগর্বের সাথে থাকার লোভ করার পরিবর্তে, **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে তাতে তুষ্ট হয়ে **তাঁর** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে লোভের কর্দমাক্ততা থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিৎ।

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: লোভ খুবই মন্দ অভ্যাস এবং অত্যন্ত খারাপ স্বভাব, **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে বান্দাকে যে রিযিক ও নেয়ামত এবং ধন-সম্পদ বা সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তুষ্ট থাকা উচিৎ। অন্যের সম্পদ ও নেয়ামত দেখে নিজেও তা অর্জনের জন্য অস্থির থাকা এবং ভূল ও সঠিক সব ধরণের তদবীরে দিন রাত লেগে থাকাকেই লোভ বলা হয় এবং লোভ ও আশা মূলতঃ মানুষের এক জন্মগত স্বভাব।

(জান্নাতী জেওর, পৃষ্ঠা ১১০, সংক্ষেপিত)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দুনিয়াবী ধন-সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করার পরিবর্তে আখিরাতের নেয়ামত পাওয়ার জন্য অধিকহারে নেককাজ করুন এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করুন। সাহাবায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকট আরয করলেন: আমাদের মধ্যে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: اَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَاَرْغَبُكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সে, যে দুনিয়ার প্রতি বেশি উদাসীন এবং আখিরাতের প্রতি বেশি ধাবিত। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৪৩, হাদীস নং-১০৫২১)

www.dawateislami.net

## দুনিয়ার প্রতি অনীহা কাকে বলে?

হযরত আব্দুর রউফ মুনাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: দুনিয়া নশ্বর এবং ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে অনীহা প্রকাশ করা এবং আখিরাতের মাহাত্ম্য ও অবিনশ্বরতার কারণে আখিরাতে প্রতি আগ্রহ রাখা। বুদ্ধিমান সে, যে দুনিয়া ও দুনিয়ার ময়লা আবর্জনা থেকে নিজেকে বাচাঁয় এবং দুনিয়াকে নিজের খাদেম বানায়, প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া অর্জন করে এবং তাছাড়া দুনিয়া থেকে দূরে থাকে, কেননা যখন কেউ দুনিয়া থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয় তবে দুনিয়া তার নিকট অপদস্ত হয়ে ফিরে আসে, যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের জন্য যতোই দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে, দুনিয়া ততই তাকে ছুটাতে থাকে, যেমন সুর্যের দিকে মূখ করে পথ চলা ব্যক্তির পেছনে পেছনে তার ছায়াও আসে এবং সূর্যের দিক পিঠ করে চলা ব্যক্তির আগে আগে তার ছায়া চলতে থাকে, যদি এই ব্যক্তি নিজের আগে আগে চলা ছায়াকে ধরার চেষ্টা করে তবে কখনো সফল হবে না। **(ফয়যুল কদীর, ৩/৬৬৬, হাদীস নং-৪১১৪)**

**দৌলতে দুনিয়া সে বে রগবত মুঝে কর দিজিয়ে,**
**মেরী হা'জত সে মুঝে যায়েদ না কর না মালদার। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২১৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর গুনাবলী

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসলেই যে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে, তবে দুনিয়াও তাকে তার পেছনে ছুটাতেই থাকে এবং দুনিয়ার ভালবাসায় অবাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, আর যে সৌভাগ্যবান দুনিয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তবে দুনিয়া স্বয়ং তার কদমে চলে আসে। যদি আমরা দুনিয়ার ভালবাসার পিছু ছাড়িয়ে আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টি করতে চাই তবে যেন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য নসীব হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে মুত্তাকী ও পরহেযগার, উত্তম স্বভাব ও আচরনের অধিকারী অসংখ্য ইসলামী ভাই সম্পৃক্ত,

www.dawateislami.net

এদের মধ্যে একজন মরহুম মুফতীয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আল হাফিয আল ক্বারী আল হাজ্ব মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, যিনি অনেক মহান গুনাবলীর মালিক ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খোদাভীরু ও ইশ্‌কে রাসুলের অধিকারী ছিলেন, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন, অল্পে তুষ্ট এবং বিপদে ধৈর্য ধারনকারী, অধিকহারে কিতাব পাঠকারী, তিলাওয়াতে কোরআনের আগ্রহী, বিনয় ও নম্রতার প্রতিবিম্ব ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি আমলকারী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সময়ের মূল্যদানকারী, ভাল শিক্ষক ও উত্তম ইমাম ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নেকীর দাওয়াত দেওয়া, মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী মারকাযের আনুগত্যশীল ছিলেন। তিনি মুরশিদ মুরশিদ কারী, মুরশিদের প্রেমিক ছিলেন এবং মুরশিদও তাঁকে ভালবাসতো, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুক আর গুনাহ থেকে বেঁচে অধিকহারে নেককাজ করার সৌভাগ্য নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

একিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দার যেয়সে খেয়র সে মিল গিয়া মাদানী মহল।
ইহা সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলেগী দিলায়ে গা খওফে খোদা মাদানী মহল।
গুনাহ গার আও, সিয়াকার আও গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মহল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## কপট ইয়াজিদের মন্দ কর্মকান্ডের বয়কট

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কপট ইয়াজিদ যে সমস্ত মন্দ কার্যক্রম প্রকাশ্যভাবে চালু করেছিলো, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজ সেই সমস্ত কার্যাদি আমাদের সমাজেও প্রসার হচ্ছে, অথচ পবিত্র শরীয়াত, ইসলামী শরীয়াতে এই সকল মন্দ বিষয়সমূহ যেমন; মদ্যপান, গান-বাজনা শুনা, সূদ খাওয়া, নামায না পড়ার নিন্দা এবং এর ক্ষতি সমূহ বর্ণনা করেছে, আসুন! এর মধ্য হতে কয়েকটি কাজ এবং এর ক্ষতি শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

## ইয়াজিদের একটি মন্দ কাজ হচ্ছে মদ্যপান

ইয়াজিদের একটি মন্দ স্বভাব হচ্ছে মদ্যপান, যদিও মদ পান করা অকাট্য হারাম এবং এটা হালাল মনে করে পান করা কুফরী। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের সমাজে এই মন্দ কাজটিও প্রসারতা লাভ করেছে। মনে রাখবেন! মদ্যপান সকল মন্দ কাজের মূল, কেননা মদ পান করে মানুষ সকল গুনাহে সহজে লিপ্ত হতে পারে। মদ্যপায়ীর হুশ থাকে না এবং সে ভাল মন্দের পার্থক্য করার জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। মদ কি এমন মোহ খাওয়ায়। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে একটি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি:

## মদ কি এমন মোহ করলো:

**হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মন্দ কাজের মূল (অর্থাৎ মদ) থেকে বাচোঁ কেননা তেমাদের পূর্বে এক ব্যক্তি ছিলো, যে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদত করতো এবং মানুষের থেকে দূরে থাকতো, এক মহিলা তার প্রেমে পড়ে গেলো এবং তাঁর নিকট খাদিমকে বলে পাঠালো যে, আমি তোমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকছি। সুতরাং সে (আবিদ) সেখানে পৌঁছে গেলো। যখনই সে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো তবে তার জন্য তা বন্ধ করে দেয়া হত এবং সেখানে কাঁচের এক বড় পাত্র ছিলো, যাতে মদ সাজানো ছিলো। এই মহিলা আবিদকে বললো: "আমি তোমাকে কোন রকম সাক্ষ্য দেয়ার জন্য নয় বরং এই জন্যই ডাকিয়েছি যে, তুমি এই যুবককে হত্যা করে আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে অথবা মদের শুধুমাত্র এক ঢোক পান করবে, যদি তুমি অস্বীকার করো তবে আমি চিৎকার করবো এবং তোমাকে অপমান করবো।" যখন এই ব্যক্তি দেখলো যে, তার নিকট এই মহিলা থেকে বাঁচার কোন পথ নেই, তখন সে বললো: "আমাকে মদ পান করিয়ে দাও।" মহিলাটি মদের একটি ঢোক পান করালো তখন সে আরো চাইলো, ব্যস সে এইভাবে মদ পান করতে রইলো, এমনকি এই মহিলার সাথে ব্যভিচারেও লিপ্ত হলো এবং সেই যুবককে হত্যাও করলো। সুতরাং মদ্যপান থেকে বেঁচে থাকো, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ! ঈমান ও মদ্যপান দুটি কোন ব্যক্তির মাঝে একত্রিত হতে পারে না, হ্যাঁ! শীঘ্রই একে অপরকে বাহিরে বের করে দিবে।

**(আল আহসান বেতারতিব সহীহ ইবনে হাব্বান, হাদীস নং-৫৩২৪, ৭/৩৬৭)**

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! মদ্যপান কিরূপ মন্দ কাজ, যা পান করার পর মানুষ সকল প্রকার গুনাহ অতি সহজে করে নেয়। মনে রাখবেন! মদ্যপানের যেমন আখিরাতের ক্ষতি রয়েছে, তেমনি এর দুনিয়াবী ক্ষতিও কম নয়। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ইসলাম যে মদ্যপানকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তার মধ্যে অগণিত হিকমত রয়েছে। আজ কাফিরেরাও এর ক্ষতির ব্যাপারটি মেনে নিয়েছে। যেমন; এক অমুসলিম বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুযায়ী প্রথম প্রথম মানুষের শরীর মদের ক্ষতিগুলোর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় এবং মদ্যপায়ী মনের আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু শীঘ্রই শরীরের অভ্যন্তরীণ সহ্য ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় আর চিরস্থায়ী বিষাক্ত আলামতগুলো দেখা দিতে থাকে। মদের সবচেয়ে অধিক প্রভাব কলিজার উপর পড়ে ও তা সংকোচিত হতে থাকে। হৃদপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা শেষ পর্যন্ত দূর্বল হওয়ার পরিণতিতে অকেজো **(FAIL)** হয়ে পড়ে। এছাড়াও অধিকহারে মদ পান মস্তিস্ককে সংকোচিত করে দেয়। শিরাতে জ্বালা-পোঁড়া বা সংকোচিত হওয়ার ফলে শিরাতন্ত্রী দূর্বল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। মদ্যপায়ীর পাকস্থলী ফুলে যায়, হাঁড়গুলো নরম ও খুবই দূর্বল হয়ে যায়। মদ শরীরের ভিটামিনের ভান্ডারগুলো নষ্ট করে দেয়। বিশেষতঃ ভিটামিন সি ও বি তার আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মদের সাথে সাথে যদি ধূমপানও করা হয়, তবে এটার ক্ষতিকারক প্রভাব আরো বেশি গুণে বৃদ্ধি পায় আর উচ্চ রক্তচাপ, ষ্ট্রোক ও হার্ট এ্যাটাকের প্রচন্ড ভয় থাকে। অত্যাধিক মদপানকারী ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব ও প্রচন্ড পিপাসায় আক্রান্ত থাকে। প্রচুর পরিমাণে মদপান করাতে হার্ট ও নিশ্বাস গ্রহণের কার্যকারীতা থেমে যায় এবং মদ্যপায়ী দ্রুত মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

**(ফয়যানে সুন্নাত, ৩১৮ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মদ্যপানের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য কি করা উচিৎ, শুনুন এর পদ্ধতি হচ্ছে যে, বান্দা যেন খারাপ বন্ধুদের (মদ্যপায়ীদের) সঙ্গ ছেড়ে ভাল সঙ্গ গ্রহন করে, যেন তার বরকতে মদ্যপান এবং এ ধরনের অন্যান্য মন্দ স্বভাবকে পিছু ছাড়াতে পারে।

www.dawateislami.net

বর্তমান যুগে উত্তম সঙ্গ পাওয়ার একটি উপায় হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া, যার বরকতে সমাজের বখে যাওয়া লাখো মানুষ তাওবা করে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। আমরাও মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকি, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের জীবনেও নেকীর মাদানী বাহার আসবে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উম্মতে মুসলিমার উন্নতি কামনা এবং নসীহতের মাদানী ফুল ছড়িয়ে বলেন:

**তু নেশা সে বায আ মত পি শরাব,**
**দু জাহাঁ হো জায়ে গে ওয়ারনা খারাব।** (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৪ পৃষ্ঠা)

## ইয়াজিদের দ্বিতীয় মন্দ স্বভাব, গান-বাজনা

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কপট ইয়াজিদের একটি মন্দ স্বভাব এটাও ছিলো যে, সে গান-বাজনা শুনায় অভ্যস্থ ছিলো, অথচ গান বাজনা শুনা নাজায়িয, কঠিন হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কিন্ত আফসোস! শত কোটি আফসোস! এই মন্দ কাজটি আজ আমাদের সমাজেও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, ছোট হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা নারী অধিকাংশই এই মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে, এমন মনে হয় যে, যেন মিউজিক মুসলমানদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে নিয়েছে, প্রায় সব জায়গায় মিউজিকের সুর শুনা যায়। হোটেল হোক বা ঘর ও দোকান, কারখানা হোক বা গুদাম, কার হোক বা বাস, টেক্সি হোক বা মোটর সাইকেল সব জায়গায় মুসলমান এই মন্দ আপদের শিকার। এমনিভাবে বাচ্চাদের প্রায় অধিকাংশ খেলনায়ও মিউজিক হয়ে থাকে। বেচারাদের দোলনার উপর খেলনা টাঙ্গিয়ে দেয়া হয় যা তাকে মিউজিক শুনায় এবং ঘুম পাড়ায়। যখন শিশুকালেই বাচ্চা মিউজিক শুনায় অভ্যস্থ হয় তবে বড় হয়ে কিভাবে সে মিউজিক থেকে বাঁচতে পারবে। বর্তমান যুগে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ) গান বাজনা শুনা তো আরো সহজ হয়ে গেছে। উন্নত বিশ্বের এই আবিষ্কার দ্বারা যেমন দিন রাত গান বাজনা শুনার গুনাহ হচ্ছে, তেমনি নিজের মোবাইল ফোনের কলার টোন **(Caller Tune)** এবং রিং টোন **(Ring Tune)** সেট করে তা অপরকে শুনিয়ে নাজায়িয ও হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

www.dawateislami.net

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল তো মসজিদে বরং মসজিদে হেরেম শরীফে তাও একেবারে খানায়ে কাবার তাওয়াফে লোকেদের মোবাইল ফোনের রিং বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ মিউজিক্যাল টোন বাজতেই থাকে। অথচ মিউজিক্যাল টোন তো মসজিদের বাইরেও নাজায়িয। (আর মসজিদে তো এর হুকুম আরো কঠিন হবে) এভাবেই এই মোবাইল ফোনে সেট করা মিউজিকের সুর এবং গানের অশ্লীল বাক্য দ্বারা মসজিদের সম্মান এবং পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, মসজিদের মনোরম পরিবেশ, যিকির আযকার, কোরআনের তিলাওয়াত এবং সুন্নাতে ভরা দরস ও বয়ান কারী ও শ্রবণকারীর মনোযোগ এবং আনন্দ ও প্রফুল্লতা নষ্ট হয়, এমনকি নিজের বা অন্যকারো মোবাইলের কারণে নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও খূশূ ও খূযূ (বিনয় ও একাগ্রতা) সহকারে আদায় করা কঠিন হয়ে যায়।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** গান শুনা নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিভিন্ন হাদীস শরীফে এই মন্দ কাজটির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এসম্পর্কে তিনটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

(১) যে ব্যক্তি কোন গায়কের পাশে বসে গান শুনে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিবেন। (কানযুল উম্মাল, ১৫/৯৬, হাদীস নং-৪০৬৬২)

(২) গান বাজনা থেকে নিজেকে বাঁচাও কেননা তা কামভাব জাগ্রত করে এবং লজ্জাবোধ নষ্ট করে দেয় আর তা মদের সমকক্ষ, এতে নেশার মতো প্রভাব রয়েছে। (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৬/৫০৬। শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৮০, হাদীস নং-৫১০৮)

(৩) গান এবং কৌতুক অন্তরে এমনভাবে কপটতা সৃষ্টি করে, যেমনভাবে পানি সবজি উদ্গীরন করে। শপথ সেই পবিত্র স্বত্তার যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় কোরআন এবং **আল্লাহ্**র যিকির অন্তরে এমনভাবে ঈমান উদ্গীরন করে, যেমনিভাবে পানি সবজি উদ্গীরন করে। (ফিরদাউসুল আখবার, ২/১০১, হাদীস নং-৪২০৪)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতের আলোকে জানা গেলো যে, গান বাজনা শুনা হারাম। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজের মর্ডান চিন্তাবিদরা এবং সংগীতজ্ঞরা এই কৌতুক এবং **আল্লাহ্** স্বরণ থেকে উদাসীনকারী অশুভ জিনিষটিকে অন্তরের খোরাক বলে আখ্যায়িত করে।

www.dawateislami.net

আসলে মুমিনের অন্তরের খোরাক হলো **আল্লাহ্**র যিকির, যাদ্বারা এর প্রশান্তি অনুভূত হয়, যেমনটি **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ১৩, সূরা রা'আদ এর ২৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَىٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ

(পারা ১৩, সূরা রা'আদ, আয়াত-২৮)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর **আল্লাহ্**র স্মরণে প্রশান্তি পায়;

মনে রাখবেন! মিউজিক কখনোই অন্তরের খোরাক হতে পারে না বরং তা তো সর্বদা মনকে বিকৃত করে, নামায এবং ইবাদতের স্বাদ নষ্ট করে, লজ্জাকে হত্যা করে এবং মুসলমানদের বেপর্দা হওয়াকে উৎসাহ দেয়, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ গানের অনেক বাক্য তো এমন যে, যাতে প্রচুর পরিমানে কুফরী বাক্য বলা হয়, যা আমরা সর্বদা গুনগুন করতে থাকি এবং সেদিকে আমাদের মনোযোগই থাকে না, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের গান বাজনার ভয়াবহতা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক এবং সর্বদা নাত ও তিলাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, মাদানী মুযাকারা এবং মাদানী চ্যানেলের ঈমানোদ্দীপক অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

**মে গানে বাজোঁ অউর ফিল্মোঁ ড্রামোঁ কে গুনাহ ছোড়োঁ।**
**পড়োঁ নাতেঁ করোঁ আকসার তিলাওয়াত ইয়া রাসুলাল্লাহ্!**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## ইয়াজিদের তৃতীয় মন্দ স্বভাব হলো সূদ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কপট ইয়াজিদের মন্দ কর্মকান্ডের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এও ছিলো যে, সে সূদের মতো ঘৃনিত গুনাহকে ব্যাপকভাবে প্রসার করেছিলো, অথচ সূদ অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এর হারাম হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির এবং যে হারাম জেনেও এই রোগে আক্রান্ত হয় সে ফাসিক এবং সাক্ষ্য দেয়া থেকে বঞ্চিত (অর্থাৎ তার সাক্ষ্য গ্রহন যোগ্য নয়)। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মন্দ কাজটিই আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে,

www.dawateislami.net

যদি অভাবীদের ঋনের **(Loan)** প্রয়োজন পড়ে তবে বিভিন্ন স্থানে সূদী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যেখানে সহজেই সূদের বিনিময়ে ঋণ পাওয়া যায় এবং ঋণ গ্রহিতাও খুশি মনে সূদের বিনিময়ে **(Interest)** ঋণ নিয়ে নেয় আর একে কোন মন্দ কাজ বলেই ভাবা হয় না, এমন পরিস্থিতিতে যদি দ্বীনের দরদী কোন ইসলামী ভাই বুঝানোর চেষ্টা করে তবে এমন কথা বলতে শুনা যায়: "ভাই কি করবো, অপারগ হয়ে গেছি, আমরা তো অসহায়, এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নাই, আমি একা কিইবা করতে পারি? ইত্যাদি ইত্যাদি" অথচ এই কথাগুলো সঠিক নয়, কেননা আমরা না তো অসহায় এবং না এমন যে, এই হারাম কাজ ছাড়া উপায়ও নাই আর আমি একা কিইবা করতে পারি এ কথা যেখানে বলা হয় সেখানে কমপক্ষে নিজের সংশোধনের চেষ্টার উৎসাহ তো সৃষ্টি করুন, সাহস ও প্রেরণা এবং একনিষ্ঠতার সাথে আমলের ময়দানে তো আসুন, নাকি শুধু শ্লোগানেই সমাজের বিগড়ে যাওয়া সিস্টেম পাল্টে যাবে? নাকি শুধু হা-হুতাশ করাতেই সমাজে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে? কখনো নয়! বরং আমাদের সর্বপ্রথম নিজেকেই পরিবর্তন করতে হবে, নিজেকে পর্যালোচনা করতে হবে, আপনি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন, ইসলামের মহান সিপাহ সালারদের ভাবিয়ে তোলা মহান কৃতিত্বগুলো দেখুন, যেখানেই কোন পরিবর্তন এসেছে, তবে তা কারো বৈপ্লবিক পদক্ষেপের কারণেই হয়েছে। মুহার্‌রম মাস তার বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে, এই পবিত্র মাসের ১০ তারিখ যে মহান ঘটনা ঘটেছিলো, এতে আমাদের জন্য শিক্ষা গ্রহনের অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, লাখো সালাম! আহলে বাইতের সেই মহান অশ্বারোহীদের প্রতি, যাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টিম রোলার চালানো হয়, চর্তূদিকে দুঃখ ও কষ্টের তুফান চালানো হয় কিন্তু কারো নামায কাযা হয়নি। লাখো সালাম! খান্দানে আহলে বাইতের সেই পবিত্র রমনীদের প্রতি, যারা নিজের চোখের সামনে রক্তের নদী বইতে দেখছে, কিন্তু শরীয়াতের আঁচল হাত থেকে ছাড়েনি। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের খান্দানে আহলে বাইতের সদকায় প্রসন্ন জ্ঞান দান করুক, ঈমানের উৎসাহ প্রদান করুক, নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় কিছু করার সাহস ও তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

**উৎসর্গিত হোন!** শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী চিন্তার প্রতি, তিনি আমাদের এমন এক "মাদানী উদ্দেশ্য" দান করেন যে, আসলেই যদি আমরা এই মাদানী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবন অতিবাহিত করার অঙ্গীকার করে নিই এবং এর পাশাপাশি আমলী পদক্ষেপও গ্রহন করি তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মসজিদ নামাযীতে ভরে যাবে, চারিদিকে সুন্নাতের মাদানী বাহার এসে যাবে, খুব দ্রুততার সাথে গুনাহের বয়ে চলা বন্যায় রাসূলের গোলামদের একটি সাহারা (আশ্রয়স্থল) মিলে যাবে, সেই মহান "মাদানী উদ্দেশ্য" কি? আসুন! সবাই মিলে তা একবার উচ্চারণ করি: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

করম সে "নেকী কি দাওয়াত" কা খুব জযবা দে,
দোঁ ধুম সুন্নাতে মাহবুব কি মাচা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা চাই যে, ঔষধও খাব না এবং রোগও ভাল হয়ে যাবে, মেনে নিলাম যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পুরো সমাজকে সূদ এবং অন্যান্য মন্দ কাজগুলো থেকে পবিত্র করা জরুরী, কিন্তু মনে রাখবেন! সমাজ এক একজন মানুষ দ্বারা গঠিত, যতক্ষন আমি নিজের সংশোধনের চেষ্টা করবো না, পুরো সমাজের সংশোধন কিভাবে হবে? আসুন! এবার সূদের নিন্দামূলক কয়েকটি রেওয়ায়াত শ্রবণ করি।

(১) সূদ (এর গুনাহ) সত্তর (৭০) ভাগে বিভক্ত, এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন স্থরটি হলো; কোন ব্যক্তি যেন নিজের মায়ের সাথে যেনা করা। (সুনানে ইবনে মাযাহ, আবওয়াবুত তিজারাত, ৩/৭২, হাদীস নং-২২৭৪)

(২) (প্রকাশ্য ভাবে) সূদ যদিও বেশি হয়, শেষ পর্যন্ত এর পরিনতি কমের মাধ্যমেই হয়। (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/১০৯, হাদীস নং-৪০২৬)

(৩) কিয়ামতের দিন সূদ খোরদের এই অবস্থায় উঠানো হবে যে, সে পাগল ও ভীত অবস্থায় থাকবে। (আল মু'জামুল কবীর, ১৮/৬০, হাদীস নং-১১০)

(৪) যে সম্প্রদায়ে সূদের প্রসার হয়, সে সম্প্রদায়ে পাগল হওয়ার প্রবণতা প্রসার হয়। (কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহবী, ৭০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মিরাজ রজনীতে এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করি, যাদের পেট কোমরের মতো (বড় বড়) ছিলো, যাতে সাপ পেটের বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিলো। আমি জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: "এরা কারা?" তিনি উত্তর দিলেন: "এরা হলো সূদ খোর।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৩/৭১, হাদীস নং-২২৭৩)

## "সূদ ও তার প্রতিকার" রিসালার পরিচিতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আজ আমাদের পেটে যদি সামান্য কোন পোকা চলে যায়, তখন শরীরের অবস্থা অন্য রকম হয়ে যায়। কিয়ামতের এই কঠিন আযাব কিভাবে সহ্য করবো? সূদ খোর লোকের পেট এত বড় হবে, যেন কোন বাড়ির কক্ষ। এতে সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদি থাকবে। কিরূপ ভয়ঙ্কর আযাব হবে। সূদের নিন্দা এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের জন্য মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "সূদ ও তার প্রতিকার" রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও পাঠ করুন এবং অপর মুসলমানের উন্নতির সাওয়াব অর্জন আর তাদের গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য উপহার স্বরূপ প্রদান করুন, এর অসংখ্য বরকত নসীব হবে। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

## ১২ মাদানী কাজের মাসিক একটি মাদানী কাজ "মাদানী ইনআমাত"

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নেককাজের উৎসাহ এবং গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে অধিকহারে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি মাদানী কাজ "মাদানী ইনআমাত" জমা করানোও। সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল নিজের আমলের হিসাব করে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে আর মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই রিসালা জমা করিয়ে দেয়। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগনও শুধু না নিজের আমলের হিসাব করতেন বরং লোকদেরও এর মানসিকতা তৈরী করতেন। যেমনিভাবে;

www.dawateislami.net

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "হে লোকেরা! নিজের আমলের হিসাব করো নাও, এর পূর্বে যে কিয়ামত এসে যাবে এবং তোমাদের থেকে এর হিসাব নেওয়া হবে। (হিলউয়াতুল আউলিয়া, ১/৫৬) শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আখিরাতের চিন্তার মানসিকতা বানানো, নেককাজ করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত **মাদানী ইনআমাত** প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, স্কুল, কলেজ ও জামেয়াতুল মদীনার ছাত্রদের জন্য ৯২টি, ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি এবং মাদরাসাতুল মদীনার মাদানী মুন্নাদের জন্য ৪০টি মাদানী ইনআমাত, এমনিভাবে বিশেষ অর্থাৎ বোবা-বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি, কয়েদীদের জন্য ৫২টি মাদানী ইনআমাত রয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা থেকে হাদিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে, এটি মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো যে, এটা মূলত নিজের আমলের হিসাব এক সমন্বিত পদ্ধতি, যা অনুসরন করার পর নেককার হওয়ার পথের প্রতিবন্ধকতা গুলো **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে এবং এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরন, গুনাহকে ঘৃণা করা এবং ঈমান হিফাযতের মন মানসিকতা তৈরী হবে। আসুন! মাদানী ইনআমাতের রিসালার একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করি।

## মাদানী ইনআমাতের রিসালার বরকত

নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা যে: এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত, তিনি ইনীফরাদী কৌশিশ করে আমার বড় ভাইজানকে মাদানী ইনআমাতের একটি রিসালা উপহার স্বরূপ দিলো, তিনি তা বাড়িতে নিয়ে আসলেন এবং পড়ার পর হতবাক হয়ে গেলো যে, এই সংক্ষিপ্ত রিসালায় একজন মুসলমানের ইসলামী জিন্দেগী অতিবাহিত করার উত্তম ফর্মুলা দেয়া হয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা পাওয়ার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তিনি নামাযের উৎসাহ পেলেন এবং জামাআত সহকারে নামায পড়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে গেলেন আর এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেছেন, দাঁড়ি সাজিয়ে নিলেন এবং মাদানী ইনআমাতের রিসালাও পূরণ করেন।

www.dawateislami.net

মাদানী ইনআমাত কে আমিল পে হার দম হার গড়ী
ইয়া ইলাহী! খুব বরসা রহমতোঁ কি তু ঝড়ি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## কপট ইয়াজিদের চতুর্থ মন্দ কাজ হলো নামায না পড়া

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কপট ইয়াজিদ যে সকল মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলো, তার মধ্যে একটি এও যে, সে সর্বদা নামায পড়তো না এবং যদিও পড়তো তবে তা কাযা করে পড়তো, অথচ নামায কাযা করে পড়াও গুনাহ, এবং না পড়া তো এর চেয়েও বড় গুনাহ। বর্তমান যুগে এই গুনাহও একেবারে ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করেছে। প্রথমত আমাদের অধিকাংশই নামায আদায়ে উদাসীন এবং **হুকুকুল্লাহ** নষ্ট করার দিকে ধাবিত আর যে কয়েকজন নামায পড়েও, তাদের মধ্যে হয়তো শতকরা একজনও (১%) সঠিকভাবে নামায পড়তে পারে। মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলার** হকের মধ্যে নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার গুরুত্ব এই বিষয়টি থেকে বুঝে নিন যে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** হক সমূহ হতে সর্ব প্রথম এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَوَّلُ مَايُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُه" অর্থাৎ কাল কিয়ামতের দিন বান্দা থেকে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই হাদীসে পাকের আলোকে হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নিশ্চয় নামায ঈমানের নিদর্শন এবং ইবাদতের মূল। (আতায়সিরে শরহে জামেউস সগীর, ১/৩৯১)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** ইসলামে নামাযের যে গুরুত্ব রয়েছে, তা কোন ইবাদতে নাই, নামায ইসলামের মূল শর্ত সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, নামায এক মহান ইবাদত, নামায জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল, নামায হলো নূর, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত দু'রাকাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩৪, পৃষ্ঠা ১৪৪) দু'রাকাত নামায দুনিয়া এবং যা কিছু এতে আছে তা থেকে উত্তম। নামায **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দনীয় আমল। নামাযের প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হয়, একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, নামাযীকে কিয়ামতের দিন নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, নামায দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়, নামায দুই নামাযের মধ্যখানে সংগঠিত গুনাহ

www.dawateislami.net

সমূহ ধুয়ে দেয়, নামাযী নিরাপত্তার সাথে রাত অতিবাহিত করে, নামায মন্দ কাজ দুরীভুত করে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করার তৌফিক দান করুন এবং নফল নামাযেরও সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দীদারে হক দিখায়েগী এ্য ভাইয়ুঁ! নামায
জান্নাত মে নরম নরম বিছোনোঁ কে তহত পর
ফাকে সে মুফলিসি সে জাহান্নাম কি আগ সে
পড় কর নামায সাথ লো সামানে আখিরাত
বাত উযমা কি মানো না না ছোড়ো কাভী নামায

জান্নাত তুমহে দিলায়েগী এ্য ভাইয়ুঁ! নামায।
আ'রাম সে সুলায়েগী এ্য ভাইয়ুঁ! নামায।
সব সে তোমহে বাঁচায়েগী এ্য ভাইয়ুঁ! নামায।
মাহশার মে কাম আয়েগী এ্য ভাইয়ুঁ! নামায।
আল্লাহ্ সে মিলায়েগী এ্য ভাইয়ুঁ! নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এতক্ষন আমরা বিশেষ করে সেই গুনাহ সমূহের নিন্দা এবং এর ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, যা কপট ইয়াজিদ প্রসার করেছিলো। মনে রাখবেন! গুনাহ ছোট হোক বা বড়, এতে ক্ষতিই ক্ষতি এবং গুনাহে কিরূপ ভয়াবহতা, এর ধ্বংসাত্মকতার অনুমান এই রেওয়ায়াত দ্বারা করুন:

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমন বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: তোমরা **আল্লাহ্ তাআলার** এই বাণী (পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত নং-১৬০) দ্বারা কখনো নির্ভয় হইও না:

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত-১৬০)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুন রয়েছে আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে তবে প্রতিফল মিলবে না, কিন্তু সেটারই সমান;

কেননা গুনাহ যদিওবা একটিই হয় তবে তার সাথে দশটি (১০) মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে: ১. যখন বান্দা গুনাহ করে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** গযব দেয় এবং সে তা পুরো করার শক্তি পায়। ২. তা (অর্থাৎ গুনাহ সম্পাদনকারী) অভিশপ্ত ইবলিশকে খুশি করে। ৩. জান্নাত থেকে দূরে সরে যায়। ৪. জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়। ৫. সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ অর্থাৎ নিজের প্রানকে কষ্ট দেয়।

www.dawateislami.net

৬. সে তার বাতিনকে নাপাক করে বসে অথচ তা পবিত্র হয়ে থাকে। ৭. আমল লেখার ফিরিশতা অর্থাৎ কিরামান কাতেবীনদের কষ্ট দেয়। ৮. সে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রওযায়ে মুবারাকায় দুঃখিত করে। ৯. জমিন ও আসমান এবং সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের অবাধ্যতার সাক্ষী বানিয়ে দেয়। ১০. সে সকল মানুষের খেয়ানত এবং **রাব্বুল আলামিনের** অবাধ্যতা করে। (বহরুল মদউ, ৩০ পৃষ্ঠা)

গুনাহ করাতে আরো এই ক্ষতি সমূহ হতে পারে: (১) রুজি কমে যাওয়া (২) বিপদের আধিক্য (৩) বয়স কমে যাওয়া (৪) অন্তরে এবং অনেক সময় পুরো শরীরে হঠাৎ দূর্বলতা সৃষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া (৫) ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়া (৬) জ্ঞানশুন্যতা সৃষ্টি হওয়া (৭) মানুষের দৃষ্টিতে অপদস্থ হওয়া (৮) ক্ষেত ও বাগানে উৎপন্ন ফসল কমে যাওয়া (৯) নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া (১০) সর্বদা মন খারাপ থাকা (১১) হঠাৎ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে যাওয়া (১২) **আল্লাহ্ তাআলা,** তাঁর ফিরিশতা, নবীরা এবং নেক বান্দাদের লানতে পতিত হওয়া (১৩) চেহারা থেকে ঈমানের নূর চলে গিয়ে চেহারা অন্ধকারচ্চন্ন হয়ে যাওয়া (১৪) লজ্জা ও প্রভাব চলে যাওয়া (১৫) চারিদিক থেকে অপদস্থতা, অপমান এবং নিস্ফলতার আধিক্য হওয়া (১৬) মরার সময় মূখ দিয়ে কালেমা বের না হওয়া ইত্যাদি গুনাহের ভয়াবহতায় বড় বড় দুনিয়াবী ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। (জান্নাতি জেওর, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

**আহ! হার লামহা গুনাহ কি কসরত অউর ভরমার হে,**
**গালাবায়ে শয়তান হে অওর নফসে বদ আতওয়ার হে**
**মুজরিমোঁ কে ওয়াস্তে দোযখ ভি শূলআ বার হে,**
**হার গুনাহ কসদান কিয়া হে ইসকা ভি ইকরার হে**
**হায়! নাফরমানিয়াঁ বদকারিয়াঁ বে বাকিয়াঁ,**
**আহ! নামে মে গুনাহুঁ কি বড়ে ভরমার হে**
**চুপকে লোগোঁ সে গুনাহুঁ কা রাহা হে সিলসিলা,**
**তেরে আগে ইয়া খোদা হার জুরম কা ইজহার হে**
**জিন্দেগী কি শাম ঢালতি জা রাহি হে হায় নফস!**
**গরম রোজ ও শব গুনাহুঁ কা হি ব্যস বাজার হে**
**বান্দায়ে বদকার হোঁ বে হদ জলীল ও খোয়ার হোঁ,**
**মাগফিরাত ফরমা ইলাহী! তু বড়া গাফ্ফার হে।** (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

## বয়ানের সারর্মম

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আজ আমরা পাপাত্মা ইয়াজিদের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করলাম, এটা একেবারে উম্মুক্ত সত্য যে, কপট ইয়াজিদ একজন অত্যাচারী, শৈরাচারী, নির্ভিক ও বোধশক্তি হীন এবং মন্দ স্বভাবের মানুষ ছিলো, যে অসংখ্য গুনাহেভরা কর্ম যেমন; মদ্যপান, সূদ, গান বাজনা, জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের মতো অসংখ্য গুনাহ প্রসার করেছে, এই বদবখত সর্বদা নামায পড়তো না এবং যদিওবা পড়তো তাও সময় অতিবাহিত করেই পড়তো।

আমাদের নিজেরও এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরও কপট ইয়াজিদের নিকট থাকা এই সকল মন্দ স্বভাব থেকে বাচাঁতে, সেই সকল মন্দ কর্মকান্ডের আমলীভাবে বয়কট করা উচিৎ এবং নিজেকে দুনিয়ার ভালবাসা আর গুনাহ থেকে দূরে রাখা উচিৎ। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের দুনিয়ার ভালবাসা এবং ধন-সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত রাখুন আর আমাদের অন্তরকে সুলতানে কারবালা, সায়্যিদুশ শোহাদা, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে তিষ্ণাকাম, শাহাজাদায়ে কাওনাইন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ভালবাসা দ্বারা পূর্ণ করুক এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

**উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,**
**কি জিয়ে রযা কো হাশর মে খানদাঁ মিসালে গুল।** (হাদায়িকে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

**সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানানা।**

www.dawateislami.net

## সালামের ১১টি মাদানী ফুল

❀ কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ❀ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ❀ আগে সালাম করা সুন্নাত। ❀ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকটবর্তী। ❀ প্রথমে সালাম দানকারী অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন; **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ❀ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ اللهِ বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। ❀ এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন। ❀ সালামের উত্তর সাথে সাথে ❀ এবং এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। ❀ সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। প্রথমে আমি বলছি আপনারা ভালভাবে শুনে তারপর পুনরাবৃত্তি করুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার আমি উত্তর শুনাচ্ছি অতঃপর আপনারা পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

**আশিকানে রাসুল, আয়ে সুন্নাত কে ফুল,**
**দেনে লেনে চলে, কাফেলে মে চলো।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২ টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)**

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

## (১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

**(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net